নবী'র ইজ্জতহানি

মোহাম্মদ বদর উদ্দিন সাবেরী

।। এক ।।

ধর্ষণের পরে সকালে এমন হয়ে থাকে, "আমার যমুনার জল দেখতে কালো চান করিতে লাগে ভালো যৌবন মিশিয়া গেল জলে।" ---- একটি গান

অসীম আকাশে শূণ্যতার স্থান। হৃদয় নিরীক্ষণ এর মাপকাঠি সে তো বহুদুর। পূণ্যতা নিঃসাড় হতাশা ও আবেগের জন্ম দেয় -- বিধাতা হাসেন অলক্ষ্যে। বহুদুর আরও দুর অ---নে---ক দুরত্বে যদি আলেয়ার দেখা মিলে, প্রাপ্তির ব্যর্থতা জন্ম দেবে হতাশা ও দীর্ঘশ্বাসের, ঘন ঘন নিঃশ্বাস উষ্ণ শ্বাস সেতো শীৎকারের সমার্থক। রূঢ় আবেগ কঠিন বরফ জলে জমাট, সেতো ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। জায়গা হচেছনা, আকাশটা যদি আরেকটু বড় হতো! আকাশের আশ্রয়ে চেতনা, বিশ্বাস, দর্শন, আবেগ আকাংখার অনেক অনেক ভান্ডার, সমুদ্রে সফেদ আবেগের আশ্রয় নেই, নীলাবেগকে সমুদ্র সঙ্গম মৈথুনে পর্যদুস্ত করে জন্ম দেয় ভরাট যৌবনের ঈশ্বর। যেমন নির্মলেন্দু গুণ দৃপ্ত উচ্চারণ করেন -----

"তোমার যুগল স্তনে আমি ঈশ্বরকে দেখেছি,
তাই আমি ধ্যাণমগ্ন সন্তের মতোন আজীবন
স্তনকে ঈশ্বরবৎ আরাধ্যজ্ঞানে করেছি ডজনা,
চোখ বুজে কল্পনা করেছি তার সুব্রম্ম -স্বরূপ।"
(শকুন্তলার প্রতি দুস্মন্ত)

বিভ্রম, সন্ত্রস্ত, হিংসা. ক্ষোভ, অহংকার চেতনার অস্তিত্বে সৃষ্ট বিধাতার অভিধানে অস্পৃশ্য। সহনশীলতা সৃষ্টির? পরে হবে ক্ষণ। নীলাঞ্জনা সমুদ্রে স্থান, সৃজনশীলতার ছোট্ট সাম্পান "কর্ণফুলী", হাত, পা, চোখ, মুখ, বাধো, ঝপাং, আবার নীলে আশ্রয়, সৃষ্টির সৃজনশীলতা ধর্ষণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। অর্ধেক সপ্তাহান্তে "সমকামী যীশু ও রক্তাত্ত ক্রশ" উধাও। তটে নীলাভ নোনা জলে পায়ের পাতা ভিজিয়ে অস্তগামী সুর্যের ঘরে ফিরে যাওয়া, এ'যেন সদ্যপ্রসুত সন্তানের আতুড়ঘরেই মৃত্যু। নিজের কাঁধ বড্ড বেয়াড়া, উফ শশ্মান সহযোগী যদি জুটত। ঈশ্বরের দাড়ি পাল্লায় যদি ন্যায় ইন্সাফের বাটখাড়া স্বহস্তে দিতে পারতাম। ভাবখানা এই নিজেই ঈশ্বরের সহকর্মী। কি অস্পর্ধা! সৃষ্টির বেয়াড়া উল্লম্ফনে ডাটো কলম (!?) লহরা বাড়ায়, তাল কেটে গেলে, ঝুমুর তাল। এতে বিরতি দেওয়া যায় তাল ও সহজ। কর্ণফুলী'-র ঝুমুর ও সইলে না, তাল কেটে দিলে পুরোটাই। হতভম্ব আমি কর্ণফুলী'র 'মেরুদন্ডহীন' পরিচয়ে! অহিংস, সহনশীলতার বড্ড আকাল, তবুও চলুন খেয়াল গাই, বা চেষ্টা করি।

।। দুই ।।

"আমি জানি, ঐ জগতশ্রেষ্ঠ আশ্চর্য-সুন্দর
স্তনজোড়া তৈরী হতে কত লক্ষ - লক্ষ

কোটি - কোটি বছর গেছে পৃথিবীর!
তারপর বক্ষপটে ফুটেছে এ যুগলকুসুম।"
-- নির্মলেন্দু গুণ, শকুন্তলার প্রতি দুস্মন্ত।

'আইজ সখীর মরন হবে সোহাগ আদরে
আমার কইলজা ছন ছন করে গো, কইলজা ছন ছন করে।'
-- একটি গান

ছিলেন তিনি সমুদ্র হৃদয়, অহিংসা বাণী, জীবে ভালোবাসা, আত্মার বিশুদ্ধতা , পরিচর্যাই ছিল তদীয় ব্রত। সোহাগে আদরে বিজয়ী ছিলেন তিনি কোটি হৃদয়। দুই হাজার ছয় বৎসর পরে তেজারতির জামানার পণ্যে পরিণত হয়ে বিক্রী হন কোটি কোটি। মার্কিন মুলুকের এক DAN

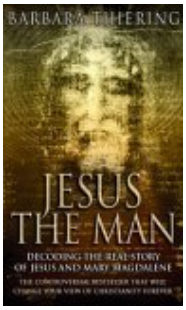

BROWN (THE DA VINCI CODE- খ্যত) তাঁকে পণ্য করে হন কয়েক গুণিতক দশ লাখ পতি। DAN BROWN আমার লেখায় সহযোগী গ্রন্থ ছিল না, উপন্যাস হয়তো বা বাস্তবতার শরীরে মৃদু চুম্বন দেয়, মৈথুন নয়। মদীয় লেখাটি, "কর্ণফুলী" কর্তৃপক্ষ কয়েক কিস্তিতে প্রকাশ করার উদ্যেগ নেন। এই ভেবে তাঁদের সাম্পানে, স্থান সংকুচিত গোলটা বাধে এখানেই। বিশ্লেষণধর্মী এ'লেখাটি প্রথমাংশেরও কম অংশ প্রকাশিত হওয়াতেই, গোলটা বাধে অনেকটা এ রকম, এই নিয়েছে, ঐ নিল, যা কান নিল যে চিলে। পদ্মাপাড়ের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবাসী যীশু-বিশ্বাসীগণ তড়িৎ-ডাক, দুরালাপণীর মাধ্যমে ক্ষোভ, উম্মা, হতাশা ব্যক্ত করলেন কর্ণফুলী'র কাছে। কেউ বা সহনশীল, কেউ তার উল্টো। লেখাটির শেষাংশে আমার সংযোজন, ব্যক্তিগত মতামত ও সহায়ক গ্রন্থ সমুহের উল্লেখ পূর্বক দৃপ্ত ঘোষণা দিয়েছিলাম। এক শ্রেণীর গবেষক ও বোদ্ধাগণের মতে যীশূ সংক্রান্ত বর্তমান জমানার লেখনীসমূহ ষাড়যান্তিকতত্ত্ব (Conspiratory theory) নামক অভিধায় চিহ্নিত হয়েছে। কেবলমাত্র সাম্প্রতিক প্রকাশিত কিছু গবেষণাধর্মী ও বিতর্কিত পুস্তকের রেফারেন্স নিয়েই আমার লেখাটি রচিত। যা আমার মৌলিক রচনা নয়তো বটেই, শুধুমাত্র আধুনিক পাঠক সমীপে "ষাড়যান্ত্রিক তত্ত্ব" এ যীশু সংক্রান্ত এত দ্বন্দের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। সেই সাথে যুক্তিগুলো খন্ডন করা। লেখাটির শেষাংশে বা দ্বিতীয় খন্ডে ছিল আমার স্বাচ্ছন্দ যুক্তি উপস্থাপন এবং সেই সাথে বিতর্কিত বিষয়সমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে, তেজারতির এই কলি-যুগ থেকে যীশুকে রেহাই দেওয়ার এক ক্ষুদ্র প্রয়াস।

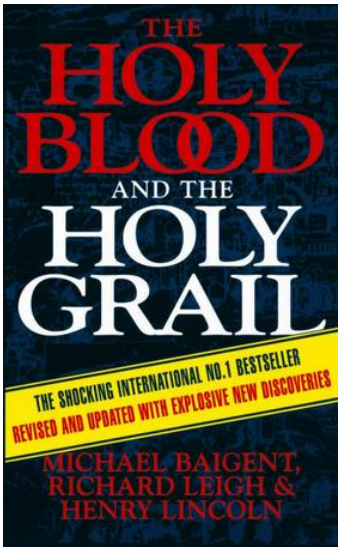

কিন্ত তার আগেই কান ও চিলের মত বালখিল্য আচরণে কর্ণফুলীর সাম্পানওয়ালা বাধ্য হলেন ভ্রুণ হত্যার মত এক মহাপাপে। বলতে দ্বিধা নেই, পদ্মাপাড়ের বিশ্বাসী আমরা পড়ি কম, বলি

বেশি। পদ্মা প্রমত্মা যেভাবে কলিযুগে তার নব্যতা হারিয়েছে ঠিক সেভাবেই তার দুপাড়ের বসতি আদম সন্তানদের জ্ঞানেও নাব্যতার অভাব দেখা দিয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের বঙ্গবাসীদের মাঝে ধৈর্য্য ও সহনশীলতার মাত্রা এখন শুন্যের কোঠায়। লেখাটি পুরোটা ভুমিষ্ট হওয়ার পরই মন্তব্য, সমালোচনা, উষ্মা, আরো শোভনীয় ও বিবেচকের মতোই হতো, তাই নয় কি? তথাকথিত 'ইশক-এ-খুদা'রা লেখাটির 'মুন্ড' দেখেছিলেন মাত্র, 'ধড়' না দেখেই এত 'শোর'! 'ধৈর্য্য' শব্দটিও যীশুর শিক্ষা ছিল, তাই নয় কি? প্রতিটি জীবের (মনুষ্য পদবাচ্য) ব্যক্তিগত দর্শন, সামাজিক রাজনৈতিক চেতনা ও বিশ্বাসে রয়েছে, যা থেকে আমিও ব্যতিক্রম নই। তদ্রুপ যীশু বা হজরত ঈসা (আ:) সম্পর্কে আমার নিজস্ব বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্মানপূর্বক মূল্যায়ন রয়েছে। এহেন চেতনা বোধ থেকেই ইংরেজী ভাষায় রচিত ও বহুল বিক্রীত অর্ধ দ্বাদশ খানি বই ঘেটে তাঁর বিরুদ্ধে বিতর্কিত বিষয়সমূহ পাঠক সমীপে জ্ঞাতকরণ এবং নিজস্ব যুক্তির বিশ্লেষণে যীশুকে বিতর্কিত বিষয়সমূহ থেকে রেহাই দেয়ার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্ঠা নিয়েছিলাম আমি।

খুব জানতে ইচ্ছে করে DAN BROWN, BARBARA THIERING যখন যীশু সম্বন্ধে ইতি উতি লেখেন, বাংলা-পড়ুয়া বঙ্গ-ভাষী, কেউ তখন প্রতিবাদের কলম ধরেছিলেন কি? ! যারা আমার বংলা লেখাটি পড়ে হুঙ্কারে লাফিয়ে উঠেছিলেন, সেসকল বাঙ্গালী খৃষ্টান ও মোহাম্মদিয়রা কি আদৌ ইংরেজী পড়তে জানেন না? তাহলে কি আমাকে বুঝে নিতে হবে আমার লেখার সকল বঙ্গ-পাঠক আসলে নকল বা 'টুকলিফাই' করেই তাদের স্কুল কলেজের পাশগুলো নিয়েছিলেন। তারা কি জানতেননা আমার আগে খৃষ্টিয় দাদাভাইরা তাদের ঐ বইগুলোতে কি লিখেছিলন? তাদের লেখা বইয়ে প্রিয় নবী ঈসা (সাঃ) তথা যীশুর ইজ্জত কিভাবে হানি করেছে? অনেকে বলে বাঙ্গালীরা 'বৌ-পেটানো' বীর। বাঙ্গালীরা ঘরে বাঘ আর বাইরে ইঁদুর। নিজেরাই নিজেদের সাথে গুঁতোগুতি করতে জানে মাত্র, ভিনদেশীদের সাথে হয়ে যায় ওরা নপুংস, ভিরু ও কাপুরুষ! আরো কত কি! আমি এ যুক্তি ও উপমাগুলো মোটেই বিশ্বাস করতামনা, তবে এবার দুঃস্বপ্নের মত একটা ধাক্কা খেলাম।

প্রিয় নবী'র ইজ্জত যখন আগে হানী হয়েছিল, কতটুকু সাহস তখন ঐ বাঙালি'র বুকে ছিল? মদীয় বিরুদ্ধ উস্মা প্রকাশ, আমার নাম মোহাম্মদ ব্রাউন, মোহাম্মদ থিয়েরিং, মোহাম্মদ গোমেজ না হয়ে মোহাম্মদ সাবেরী বলেই কি? বীরদর্পে আমি দাবী করি যে, ঈসা নবী (সঃ) তথা যীশুর বিরুদ্ধে "ষাড়যান্ত্রিক তত্ত্বের" আজগুবি লেখাগুলোর বিরুদ্ধে আমিই পদ্মা পাড়ের বঙ্গভাষী যে প্রথম বাংলায় একটি তথ্য ও বিশ্লেষনমুলক প্রতিবেদন লিখি কর্ণফুলী'র মাধ্যমে ছাপতে দিয়েছিলাম। পুনশ্চঃ, লেখার প্রথমাংশ (কর্ণফুলীতে প্রকাশিত ও পরক্ষণেই ওফাত প্রাপ্ত, ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না---) ইংরেজী ভাষায় খ্রীষ্ট্রীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী অর্ধ দ্বাদশ পুস্তকের সহায়তায় লেখা এবং শেষাংশে তাদের যুক্তি খন্ডন করা। তাহলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মুলে সখা, সখীগণের এতো জঙ্গী মনোভাব কেন? খুব জানতে ইচ্ছে করে, আমার নামাংশ 'মোহাম্মদ' বলে কি! হিম্মত থাকলে ঐ লরেন্স, মাইকেল, এন্ড্রু, বারবারা থিয়ারীংদের বিরুদ্ধে ইংরেজীতে দু'কলম লিখে বীরের পরিচয় দেখাক। তাহলেই বুঝবো, 'আমরা শুধু 'বৌ-পেটানো বীর না - -'

।। তিন ।।

"আমি স্বব্ধ হয়ে স্তনের সমুখে বসে বার বার
উপলব্ধি করেছি, তুষারবৃত গিরিশৃঙ্গ-শোভা
আর মনুষ্য নির্মিত ভাস্কর্যের বালখিল্যতাকে।"
--- নির্মলেন্দগুণ --- শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্ত

"বাল বিখোরপে টুটি কবরোঁপে যব কই মেহাজবীন রোঁহতি হ্যায়
মুঝপে আফসোর খেয়াল আতি হ্যায়
মউত কিৎনী হাসিন হোতি হ্যায়।"
-- একটি উর্দু শের

উন্নিদ্র রজনী সমূহ অসহায়, রমণীগণ অনুপস্থিত মদীয় জলসাঘরে নিক্কন আকে সফেদ শরীরে কৃষ্ণপোজ সমূহ। এসো মন সহবাসে হেয়ালী, তব মাস্তকের শত কোটি নিউরনের নৃত্য, গীত আজ উন্নিদ্র রজনীতে, জাবর কাটে, সহবাস, হজম ও বিবেকে। দংশন ও বিবেক আবেগের ভূমিষ্ট করুন অধ্যায়। অতঃপর মৃত্যু। হা ঈশ্বর! একটু জল দাও গো প্রভু, প্রনয়াবনত, ভক্তি গদ গদ শির নত মাংসত্বক অবিভাজ্য, অধমের আর্জি। প্রবাস, আদেশ, উপেক্ষা, স্বর্ণের হাতছানি, রজনীর সিকি শতাংশে একটু আবেগ, শীৎকার, ক্লান্তি, পক্ষকালে পলিমার নোটে ব্যাংকভর্তি। হায় ভগবান! প্রাপ্তি এই? আরও চাই, আরও চাই। প্রভু, উজাড় করে দাও।

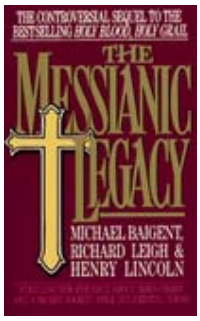

সঙ্গম, সঙ্গম আরও সঙ্গম, মৈথুনে, মৈথুনে, জয় জয়কার প্রবাস, নিষিদ্ধ পরকীয়া, বীর্য্যক্ষয় যত্র যত্র। হায় টাইম মেশিন! দিনযে ফুরায়ে এলো। তব গৃহে কৃষ্ণ অক্ষরের কবি গুরুও নাই। আরেক হাতা তরকারি চাই। লুঙ্গিও ঘুট হালকা করে তৃপ্তির ঢেকুর, হাত চেটে পুটে, গোয়াক, গোয়াক। অন্ধকার চাই, শান্তি, রমন, মৈথুন, তৃপ্তি। সংগীত নয়, ঘড়ি ডাকে, ছুটতে হয়, বৃত্তটা গোলকারই। পৃথিবীটা গোল নয়? জীবনানন্দ, ধুরও বারবারা থিয়েরিং। সপ্তাহান্তে অকশনে যেতে হবে, নীড়, গাড়ি. রমণী চাই। ঠেলাগাড়ী -- বঙ্গদেশে হবে খল। সপ্তমী মেজাজের অগম্যদহনে, বৃক্ষটির বয়স বাড়ে. প্রাত্যাহিকতার নিশি গমনে, সহনশীলতা শরীরের, হৃদয়ের নয়। তাই সঙ্গীত উঠে যায় চুড়ায় অনেক চুড়ায়। পানি এক হাত না একশ হাত, খেয়াল থাকে না। তাল গাছটাতে উঠতে চাই এক লক্ষে, সিদ্ধ বাক্য মনে হয় এটাই। অহিংসা, সহনশীলতা ধৈর্য্য, ধুস্‌স্‌ থল থল, মেদে, থল থল মেদিনী। তৃপ্তি চাই আরও আরও। অহিংসার জুঁই, বেলী, বকুল, শেফালী, চামেলী, শিউলী ব-দ্বীপে এ ছিল না, হেথায় ও নাই। চিল, কান, কান, চিল, মার মার, কাট কাট, আগে গর্ভপাত ঘটান মশাই। জন্মদাতা বীর্যবান ননতো বটেই বে-ঈমান, ডাষ্টবিন, গারবেজ, রাবিশ, প্রমাণের অভাব, মূর্খ, বে-দ্বীন, লাথ্‌থি কষো তদীয় পশ্চাৎ দেশে, আমাদের সম্পত্তিতে লেবু কচকচানি। উত্তর, বাংলা বা বুঝুন গোরা ভাষায় তো অসুবিধা নেই, স্তন-বৃত্তে চিমটি না কেটে সফেদ বসুন্ধরার কৃষ্ণ কীটে অঙ্গুলী সঞ্চালন। আসুন, সহনশীল হই, আলোকিত হই।

।। চার।।

আনিলাম
অপরিচিতের নাম
ধরণীতে,
পরিচিত জনতার সরণীতে।
আমি আগন্তুক,
আমি জনগণেশের প্রচন্ড কৌতুক।

-- কবি গুরু রবি ঠাকুর।

'ক্লান্তি আমায় ক্ষমা কর প্রভু' , অতএব ক্ষমা নয়, দুঃখ প্রকাশ, প্রকাশিত প্রথমাংশে লেখা যেহেতু মৌলিক নয় নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ থেকে ধার নেওয়া, আবেদন পকেট একটু হালকা করুন। একটু পড়ুন, জানুন, জ্ঞানের নাব্যতা বাড়ান। বিশ্বাসের ঠিকাদারী আপনারই কেবল নেননি, আমিও একজন বিশ্বাসের কাঙ্গাল এবং ভিখারী । অতএব হে ঠিকাদারী (?) বিশ্বাসীগণ ক্ষমা নয় । পুণঃ পুণঃ দুঃখ প্রকাশ পূর্বক নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে মৈথুনে অভিসারের নিমন্ত্রণ রইল। পুনশ্চঃ, আসুন আলোকিত হই। আমেন (আল্লাহু-আমীন)।

০১। JESUS OF THE APOCALYPSE: BARBARA THIERING
০২। JESUS THE MAN: BARBARA THIERING
০৩। TWENTY-FIRST CENTURY GRAIL, THE QUEST FOR A LEGEND: ANDREW COLLINS'
০৪। THE MAGDALENE LEGACY, THE JESUS AND BLOODLINE CONSPIRACY: LAURENCE GARDNER
০৫। THE HOLY BLOOD AND THE HOLY GRAIL: MIKHAEL BAIGENT, RICHARD LEIGH & HENRY LINCOLN

যে সকল হিংসাত্বক বিশ্বাসীগনদের কোষ্ঠকাঠিন্য রয়েছে, তা নিরাময়ে HOLGER KERSTEN এর লিখিত "JESUS LIVED IN INDIA" বইটি সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। হৃদকম্প বাড়ানো, ভুমিকম্প ঘটানো নব্য পারমাণবিক এই পুস্তক।

বদরউদ্দিন মোহাম্মদ সাবেরী, এডেলেইড, ২৭/০৪/২০০৬

Email # juisab@hotmail.com

কয়েকজন আদম সন্তান ও আমি, দয়া করে এখানে টোকা মারুন